প্রশ্ন 3 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের জাতীয় গণ-কংগ্রেস কীভাবে গঠিত হয়? এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো। 7+8

উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের জাতীয় গণ-কংগ্রেসের গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের জাতীয় গণ-কংগ্রেস হল এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। বিভিন্ন প্রদেশ, স্বশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত পৌরসভাসমূহের গণ-কংগ্রেসসমূহ এবং যেসব ডেপুটি সামরিক বাহিনীর দ্বারা নির্বাচিত হন তাঁদের সকলকে নিয়ে জাতীয় গণ-কংগ্রেস গঠিত হয়। স্থায়ী কমিটি জাতীয় গণ-কংগ্রেসের ডেপুটিদের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থা দেখাশোনা করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের জাতীয় গণ-কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী চিন একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়ার জন্য চিনের কেন্দ্রীয় আইনসভা জাতীয় গণ-কংগ্রেস ও একটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। চিনের সংবিধানের 62, 63 এবং 64 নং ধারায় জাতীয় গণ-কংগ্রেসের যেসব ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। এগুলি হল—

[1] **আইন বিষয়ক ক্ষমতা:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে যেসব কাজ সম্পন্ন করে সেগুলি হল—

[a] **নীতি নির্ধারণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জাতীয় গণ-কংগ্রেস সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করে। দেশের সকল আইন-প্রণয়নমূলক কাজ জাতীয় কংগ্রেসের হাতে অর্পিত। কোনো নতুন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ডেপুটিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন প্রয়োজন।

[b] **আইন সংশোধন:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস ফৌজদারি, দেওয়ানি, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনগুলিকে সংশোধন করে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও যেসব আইন আছে সেগুলিকেও সংশোধন করার ক্ষমতা জাতীয় কংগ্রেসের আছে।

[2] **শাসন বিষয়ক ক্ষমতা:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস শাসন বিষয়ক যেসব ক্ষমতা ভোগ করে সেই বিষয়গুলি হল—

[a] **সদস্য নিয়োগ:** চিনের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি জাতীয় গণ-কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রীকেও জাতীয় গণ-কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির পরামর্শ অনুসারে নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে জাতীয় গণ-কংগ্রেস উপপ্রধান মন্ত্রীদের, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের, মহাহিসাব পরীক্ষক, কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের, রাষ্ট্রীয় পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারিকে নিয়োগ করে। এ ছাড়া জাতীয় সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান ও তাঁর পরামর্শ অনুসারে সামরিক কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের জাতীয় গণ-কংগ্রেস নিয়োগ করে।

[b] **সদস্যদের পদচ্যুতি:** যেসব ব্যক্তিকে জাতীয় গণ-কংগ্রেস নিয়োগ করে সেইসব ব্যক্তিকে পদচ্যুতও করে জাতীয় গণ-কংগ্রেস।

[c] **কমিটি গঠন:** জাতীয় গণ-কংগ্রেসের হাতে যেসব ক্ষেত্রে একটি করে কমিটি গঠনের ক্ষমতা আছে সেগুলি হল—জাতিসত্তা বিষয়ক কমিটি, আইন কমিটি, আর্থিক ও অর্থনৈতিক কমিটি, বিদেশ সংক্রান্ত কমিটি, শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি প্রভৃতি।

[d] **স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল ও পরিবর্তন:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস যদি মনে করে যে, স্থায়ী কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত অযৌক্তিকভাবে গৃহীত হয়েছে তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারে।

[e] **তদন্তমূলক কমিটি নিয়োগ:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস প্রয়োজন মনে করলে তদন্তমূলক কমিটি নিয়োগ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

[f] **রাষ্ট্রীয় পরিষদের দায়বদ্ধতা:** রাষ্ট্রীয় পরিষদকে তার কাজের জন্য জাতীয় গণ-কংগ্রেসের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

[3] **অর্থনৈতিক বিষয়ক ক্ষমতা :** জাতীয় গণ-কংগ্রেস অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব কাজ করে সেগুলি হল—

[a] **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ:** অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা এবং দেশের বাজেট বিষয়ক প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখে এবং অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ করে।

[b] **গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন:** গৃহীত পরিকল্পনা ও বাজেট সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তাও খতিয়ে দেখে জাতীয় গণ-কংগ্রেস।

[4] **সাংবিধানিক বিষয়ক ক্ষমতা:** সাংবিধানিক বিষয়ে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের হাতে বেশ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন—

[a] **সংবিধান সংশোধন:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যাপারে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের এক-পঞ্চমাংশের সমর্থন প্রয়োজন। আবার উত্থাপিত প্রস্তাবটি জাতীয় গণ-কংগ্রেসের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন করলে সংশোধিত হতে পারে।

[b] **সংবিধানের বাস্তবায়ন:** জাতীয় গণ-কংগ্রেসের আরও একটি সাংবিধানিক কাজ হল সংবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে লক্ষ রাখা।

[5] **বৈদেশিক পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা:** বৈদেশিক ক্ষেত্রে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—

[a] **শান্তি স্থাপন:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

[b] **বিদেশ নীতি নির্ধারণ:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস বিদেশ নীতি নির্ধারণ বিষয়ক ক্ষমতাও ভোগ করে।

মূল্যায়ন: জাতীয় গণ-কংগ্রেসের হাতে চিনের সংবিধান ব্যাপক ক্ষমতা দিলেও একে অনেকেই 'আনুষ্ঠানিক' ক্ষমতা বলে উল্লেখ করেছেন। সমালোচকগণ মনে করেন যে, জাতীয় গণ-কংগ্রেস একটি বিশাল আয়তন বিশিষ্ট সভা হওয়ায় সদস্যদের সমর্থন করা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। জাতীয় গণ-কংগ্রেস সভা বিশাল আকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় সব সময় এর অধিবেশন চালানো সম্ভব নয়। এই কারণে এখানে স্থায়ী কমিটির হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। বাস্তবে স্থায়ী কমিটিই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

প্রশ্ন 4 জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

উত্তর

জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যাবলি

বছরে একবার এবং মাত্র কয়েকদিনের জন্য অধিবেশন আহূত হয় বলে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের পক্ষে দেশের যাবতীয় কাজ সাধন সম্ভব নয়। এই কারণে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তার নাম স্থায়ী কমিটি। জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী সংস্থা হিসেবে এই স্থায়ী কমিটি কাজ করে।

স্থায়ী কমিটির গঠন

জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে সে সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। সংবিধানে 65 নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে একজন সভাপতি, কয়েকজন সহসভাপতি, একজন সম্পাদক এবং অন্যান্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে।

Scanned with CamScanner

স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন মাত্র কয়েকদিনের জন্য আহূত হয়। সেই কারণে স্থায়ী কমিটির হাতে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। চিনের সংবিধানের 67 নং ধারায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলি সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও 58—61, 71 নং ধারাগুলিতেও এর ক্ষমতা ও কার্যাবলির ব্যাপারে উল্লেখ আছে। স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে পাঁচভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

[1] **আইন বিষয়ক ক্ষমতা :** স্থায়ী কমিটির আইন বিষয়ক ক্ষমতাগুলি নিম্নরূপ—

[a] **অধিবেশন আহ্বান:** জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করা স্থায়ী কমিটির কাজ। প্রতি বছরে একবার মাত্র এই অধিবেশন ডাকা হয়। কিন্তু প্রয়োজন হলে কিন্তু জাতীয় গণ-কংগ্রেসের এক-পঞ্চমাংশের বেশি ডেপুটি অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে প্রস্তাব জানালে স্থায়ী কমিটি জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকতে পারে।

[b] **চিনের সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যাকর্তা:** স্থায়ী কমিটি চিনের সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কাজ করে।

[c] **সংবিধানের কার্যকারিতা দেখা:** সংবিধানের কার্যকারিতা, সংবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কি না সে ব্যাপারে স্থায়ী কমিটি দেখাশোনা করে।

[d] **আইন রচনা:** যেসব ক্ষেত্রে জাতীয় গণ-কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করতে পারে তার এক্তিয়ারের বাইরে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আইন রচনার কাজ করে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি। এইসব আইন সংশোধন করার ক্ষমতাও স্থায়ী কমিটির হাতে ন্যস্ত।

[e] **সংবিধান সংশোধন:** সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপন করে স্থায়ী কমিটি। তবে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ডেপুটি বা স্থায়ী কমিটির অনুমোদন অনুসারে চিনের সংবিধান সংশোধিত হতে পারে।

[2] **শাসন বিষয়ক ক্ষমতা :** স্থায়ী কমিটির শাসন বিষয়ক ক্ষমতাগুলি হল—

[a] **ডেপুটি নির্বাচন:** স্থায়ী কমিটি জাতীয় গণ-কংগ্রেসের ডেপুটিদের নির্বাচন বিষয়ক কাজ করে।

[b] **রাষ্ট্রীয় পরিষদের দায়বদ্ধতা:** জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রীয় পরিষদ তার কাজের জন্য স্থায়ী কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং তার কাজের বিবরণ পেশ করবে।

[c] **তদারকিমূলক কাজ:** স্থায়ী কমিটি তদারকিমূলক কাজও করে থাকে। যেমন—রাষ্ট্রীয় পরিষদ, কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশন, সর্বোচ্চ গণ-আদালত প্রভৃতি বিভাগের কার্যাবলি স্থায়ী কমিটি তদারকি করে।

[d] **আইনকানুন বাতিল:** রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিধি অথবা বিধিবহির্ভূত আইনকানুন, সিদ্ধান্ত এবং আদেশ সম্পর্কিত বিষয়কে স্থায়ী কমিটি বাতিল করে দিতে পারে।

[e] **প্রশাসন বিরোধী পুরসভার নিয়ম বাতিল:** স্থায়ী কমিটি যদি মনে করে প্রদেশ, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পৌরসভাসমূহের নিয়মকানুন প্রশাসনিক নিয়মের বিরোধী হয়েছে তাহলে তা বাতিল করে দিতে পারে।

[f] **সদস্য নিয়োগ:** জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ থাকলে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের সভাপতির প্রস্তাব অনুসারে স্থায়ী কমিটি অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

[g] **বিশেষ কমিটির কাজকর্ম পরিচালনা:** যেসব বিশেষ কমিটি জাতীয় গণ-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে, জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ থাকলে সেইসব কমিটির কাজকর্ম পরিচালনা করে স্থায়ী কমিটি।

[h] **রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও অপসারণ:** বিদেশে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রদূতদের স্থায়ী কমিটি নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারে।

[i] **পদমর্যাদা ও উপাধি প্রদান:** সামরিক ও কূটনীতিকদের পদমর্যাদা এবং উপাধি প্রদান করাও স্থায়ী কমিটির কাজ।

[j] **রাষ্ট্রীয় পদক দান:** রাষ্ট্রীয় পদক ও সামাজিক উপাধি দান, কাকে তা দেওয়া হবে প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে স্থায়ী কমিটি।

[3] **বিচার বিষয়ক ক্ষমতা :** বিচার বিষয়ক ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হল—

[a] **সহসভাপতি ও বিচারকদের নিয়োগ ও অপসারণ:** সর্বোচ্চ গণ-আদালতের সভাপতির পরামর্শ অনুসারে স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ গণ-আদালতের সহসভাপতি, বিচারক প্রমুখদের নিয়োগ করে ও অপসারণ করে।

[b] **প্রকিউরেটর সংস্থার প্রধানকে নিয়োগ:** সর্বোচ্চ প্রকিউরেটর সংস্থার প্রধানের পরামর্শ অনুসারে ডেপুটি প্রকিউরেটর জেনারেল, সর্বোচ্চ প্রকিউরেটর, সংস্থার প্রকিউরেটর এবং প্রকিউরেটোরিয়াল কমিটি ও সামরিক প্রকিউরেটর সংস্থার প্রধানকে স্থায়ী কমিটি নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারে।

[c] **পুরসভার প্রধান প্রকিউরেটরদের নিয়োগের অনুমোদন:** স্থায়ী কমিটি প্রদেশ, স্বশাসিত অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত পৌরসভাসমূহের প্রধান প্রকিউরেটরদের নিয়োগ অনুমোদন করে।

[d] **কাজকর্ম তদারকি:** স্থায়ী কমিটির সর্বোচ্চ গণ-আদালত এবং সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটর সংস্থার কাজকর্ম তদারকি করে।

[e] **ক্ষমা প্রদানে সিদ্ধান্ত:** স্থায়ী কমিটি কোনো শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

[4] **সামরিক বিষয়ক ক্ষমতা :** স্থায়ী কমিটি সামরিক ক্ষমতা দ্বারা জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করে থাকে। এক্ষেত্রে এই কমিটির কাজগুলি হল—

[a] **জরুরিকালীন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত:** জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন দেশের ওপর কোনোরূপ সশস্ত্র আক্রমণ হলে জরুরিকালীন অবস্থার ব্যাপারে স্থায়ী কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

[b] **সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত:** সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক আকারে বা আংশিকভাবে সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারে স্থায়ী কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

[c] **সামরিক আইন জারির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত:** সারা দেশে বা কোনো প্রদেশে বা কোনো সামরিক আইন জারির ব্যাপারে স্থায়ী কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

[5] **অন্যান্য ক্ষমতা :** এ ছাড়াও স্থায়ী কমিটি আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। এগুলি হল—

[a] **আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত:** জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ থাকা-কালীন সময়ে দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে স্থায়ী কমিটি বিশেষ ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

Scanned with CamScanner

[b] **জাতীয় গণ-কংগ্রেস প্রদত্ত দায়িত্ব:** জাতীয় গণ-কংগ্রেস যেসব দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির হাতে অর্পণ করে, স্থায়ী কমিটিকে তা পালন করতে হয়।

মূল্যায়ন: জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি চিনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক অভিনব আবিষ্কার। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে স্থায়ী কমিটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বিভিন্ন দিক থেকে এই কমিটি সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকদের মতে, স্থায়ী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক সংস্থা হওয়ায় জাতীয় গণ-কংগ্রেস বস্তুত মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, তাই এই সংস্থাটি অগণতান্ত্রিক। আবার কোনো কোনো সমালোচকের মতে, স্থায়ী কমিটিকে আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা ও বিচার বিষয়ক ব্যাপারে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রদান করায় গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের বিচারব্যবস্থার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

Scanned with CamScanner